বৃহৎ ব্যবসা তত্ত্ব (The Big Business Theory)

ড: প্রণব কান্তি চৌধুরী

"The business of America is business" আমেরিকার স্বল্পভাষী প্রেসিডেন্ট কেলভিন কুলিজের (Calvin Coolidge) (1923-1929) এই বক্তব্যটিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিরাজমান অভিজাত শ্রেণির মৌলিক দর্শনের সহজ প্রকাশ বলে বিবেচনা করা যায়। প্রায় অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে ১৯৭০ সালে The New York Time পত্রিকায় প্রকাশিত আমেরিকান বিখ্যাত অর্তনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যানের প্রবন্ধে Friedman doctrine অর্থাৎ The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits কে তুলনা করলে আমার উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কর্পোরেট পুজিঁপতিদের এই মৌলিক দর্শনকে বৃহৎ ব্যবসা তত্ত্ব বা The Big Business Theory হিসাবে অভিহিত করলে সত্যের অপলাপ হবে না। । এই দর্শনকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বের বা The Class Struggle Theory এর সাথে তুলনা করা যায়। এই শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্ব সমাজের সকল প্রক্রিয়াকে শোষক ও শোষিতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৯৩০-৬০) সাবেক সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে Lysenkoism নামে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের অপপ্রয়োগ করা হয়েছিল । Lysenkoism এর মতে জীবজগতের পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে জীবদেহে যে পরিবর্তন হয় তা পরবর্তী প্রজন্মে সাধারণ জীবকোষের মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু Mendelian genetic theory এর মতে শুধুমাত্র প্রজনন কোষের জিনে যে পরিবর্তন ঘটে তা পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়। এই দুই তত্ত্বের মধ্যে ব্যবধান পরীক্ষামূলক গবেষণার মাধ্যমে নিস্পত্তি বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু Lysenkoism এর প্রবক্তা ট্রফিম লিশেঙ্কো (Trofim Lysenko) কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ও তার মতবাদ সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় এই মতবাদকে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠা করার সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালানো হয়। সমাজতান্ত্রিক একনায়ক জোসেফ স্টালিনের সন্ত্রাসের রাজত্বে Lysenkoism এর বিরোধিতা করায় মেন্ডেলিজমে (Mendelism) বিশ্বাসী অনেক প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে চাকুরীচ্যুতি ,কারাদন্ড কিংবা হত্যার শিকার হতে হয়েছিল। এই বৌদ্ধিক বিবর্তন বিরোধী পদক্ষেপের পরিণামে সোভিয়েত ইউনিয়নে খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং কৃত্রিম ভাবে সৃষ্ট খাদ্য সংকটে কয়েক মিলিয়ন সোভিয়েত নাগরিকের অকাল

মৃত্যু ঘটে। পরিহাসের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে The Big Business Theory আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে Lysenkoism এর সদৃশ এক পরোক্ষ এবং ছদ্মবেশী (masked) তত্ত্ব প্রকৃতিতে বিদ্যমান বৈবর্তনিক ঐক্যের বিরোধি মনোভাব সৃষ্টি করে চলেছে। এই বিরোধিতা রোমান ক্যাথলিক চার্চের জর্দানো ব্রুনো কিংবা গ্যালিলি গ্যালিলিওর বিচারের মত দৃষ্টান্তমূলক না হলেও প্রকৃতির অর্ন্তনিহিত ঐক্যের অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার উপর এর প্রভাব কোনো ভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার নিত্য নতুন আবিষ্কারের সংবাদে The Big Business Theory এর এই বিজ্ঞান বিরোধিতা সর্বসাধারণের দৃষ্টির বাহিরে অবস্থান করা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক জ্ঞান আহরণে এই প্রক্রিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব কোনো ভাবেই অবজ্ঞা করা যায় না।

The Big Business Theory এর বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ক্রুসেড অনেকটা বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিরুদ্ধে আপোসহীন বিরোধিতার অনুরূপ। প্রত্যক্ষভাবে ভ্রান্ত প্রমাণ করার পরিবর্তে কোনো তত্ত্বের মূল নীতিসমূহকে বিতর্কিত করে তোলা । আধুনিক প্রযুক্তির প্রসূতিগার (labor ward) হিসাবে পরিচিত কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই তত্ত্বের বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই। কিন্তু প্রাণের উদ্ভব ও বিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত প্রকৃতি বিজ্ঞানকে এই তত্ত্ব কোনো ভাবেই সাদর চিত্তে গ্রহণ করতে অভ্যস্থ নয়। বিশেষ করে ডারউইনবাদের মানব প্রজাতির উদ্ভবের তত্ত্ব The Big Business Theory এর প্রধান চক্ষুশূল। এক শতাব্দীর অধিক সময় যাবৎ ডারউইনের তত্ত্বকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য বিপুল অর্থের যোগান দেওয়া হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কর্পোরেট পুঁজিপতি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে । এর একটি অন্যতম কারণ ডারউইনের বিবর্তন বাদ প্রত্যক্ষভাবে আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত নয়। উল্লেখ করা যেতে পারে , আলবার্ট আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব বা অভিকর্ষ তত্ত্ব Global Positioning System (GPS) এর প্রচলনের পূর্বে প্রায় এক শতাব্দী কাল ব্যাপী প্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে নি। কিন্তু The Big Business Theory এর প্রবক্তারা এই তত্ত্বের বিপক্ষে প্রচারণায় কোন অর্থ যোগান দেয় নি। প্রকৃতির অর্ন্তনিহিত সাম্যবাদী ধারণার বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করার মানসিকতা থেকে The Big Business Theory এর প্রবক্তাদের মাঝে এই বিবর্তন বিরোধী দর্শনের উম্মেষ ঘটেছে। যেমন, আধুনিক সভ্যতার বর্ণবাদী ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন প্রকৃতির অর্ন্তনিহিত সাম্যবাদী ধারণার পরিপন্থি বলে বিবেচনা করা যায়। এক্ষেত্রে ডারউইনের বিবর্তনবাদ মানব প্রজাতির উৎপত্তিগত সাম্যের পক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে সমর্থন করায় এর বিরুদ্ধে The Big Business Theory এর প্রবক্তাদের ক্ষোভের উদ্রেক হয়েছে। ডারইনবাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বাস্তবায়নের জন্য The Big Business

Theory এর প্রবক্তারা The Intelligent Desing Theory বিকাশে বিভিন্ন ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের (institute) কার্যক্রমে অকাতরে অর্থের যোগান দিয়ে যাচ্ছে।

প্রকৃতি জগতের সকল বস্তুর উৎপত্তির সাথে The Big Bang Theory ও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এ বিষয়টি বিতর্কাতীত। এদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে The Big Bang Theory ও The Darwinian Theory কে কোন একীভূত তত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য আংশ হিসাবে বিবেচনা করা যুক্তিসম্মত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় , আধুনিক বিজ্ঞানী সমাজে অদ্যাবধি এই একীভূত তত্ত্বের পক্ষে কোন ব্যাপক সমর্থন পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯৮৯ সালে এই প্রবন্ধের লেখক তার পি এইচ ডি থিসিসের গবেষণার ভিত্তিতে অনুমান করেন যে, প্রথম গোত্রের মৌল কণিকা ইলেকট্রন (elelctron), প্রোটন (proton) , d- কোয়ার্ক (d-quark) , ইলেকট্রন নিউট্রিনো (electron neutrino) মহাবিশ্বের প্রাণের উদ্ভব ও বিবর্তন সম্পর্কিত তথ্য বহন করে। প্রমান হিসাবে লেখক দুইটি সুত্র আবিস্কার করতে সমর্থ হন । (২য় খন্ড: পরিশিষ্ট ১ পৃষ্ট: ৩৫১-৫২) এই বৈজ্ঞানিক সংবাদটি লেখক তাৎক্ষণিকভাবে CERN সহ বিশ্বের আরো খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে প্রেরণ করা হয়। এই আবিষ্কার নিয়ে লেখকের সাথে তৎকালীন সময়ে CERN এ কর্মরত একজন বিখ্যাত পদার্থবিদের যোগাযোগ হয়। মৌল কণিকা বিজ্ঞানের এই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার নিয়ে CERN এর বিজ্ঞানীদের আগ্রহ বেশীদুর অগ্রসর হয়নি। তিন দশকের অনবরতঃ এই আবিষ্কারের উপর গবেষণা লেখক প্রাকৃতিক বিবর্তনের একীভূত মডেল (unified model of natural evolution (UMNE)) প্রণয়ন করতে সক্ষম হন। এই মডেলে মহাবিশ্বের বিবর্তনকে সময়ের ক্রমানুসারে উদ্ভুত চারটি ধাপে বিভক্ত করে বর্ণনা করা হয়। এই ধাপগুলো যথাক্রমে : প্লাঙ্কীয় (Planckian) , আইনস্টাইনীয় (Einsteinian), ডারইউনীয় (Darwinian) ও বৌদ্ধিক (Intellectual) । (https://doi.org/10.59973/ipil.156) আইনস্টাইনীয় ও ডারইউনীয় ধাপের বর্ণনা যথাক্রমে Lambda CDM বৃহৎ বিষ্ফোরণ তত্ত্ব ও ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের দ্বারা বর্ণনা করা হয়। লেখক প্লাঙ্কীয় ধাপ , প্লাঙ্কীয় থেকে আইনস্টাইনীয় এবং আইনস্টাইনীয় থেকে ডারউইনীয় ধাপে রূপান্তরের প্রক্রিয়ার (transition process) বর্ণনা করে একটি গবেষণা পত্র প্রণয়ন করেন। (https://doi.org/10.59973/ipil.164) লেখক অন্য একটি গবেষণা পত্রে ”Evolutionary Anthropodynamics:The Evolution of Intellectual Systems” বৌদ্ধিক ধাপের বর্ণনা দেন। এই Evolutionary Anthropodynamics এর উপর ভিত্তি করে বর্তমান প্রবন্ধ প্রনীত হয়েছে। ২০২৪ সালে লেখক এই তিন গবেষণা পত্রের সারাংশ সহ CERN ডিরেক্টর জেনারেল সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠান এবং তাদের সহযোগিতা কামনা করেন। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য কারণে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টির

রহস্য উন্মোচনের নিয়োজিত বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া আসেনি। আমার ধারণামতে , এক্ষেত্রে The Big Business Theory কতৃক সৃষ্ট আইনস্টাইন বটিকার (Einstein pill) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

আরো তথ্যের জন্য আমার ওয়েবসাইট : www.anthropodynamics.com । আমার গ্রন্থ " আধুনিক সভ্যতার দুই খলনায়ক : কলম্বাস ও আইনস্টাইন " www.rokomari.com এ বিক্রয় হচ্ছে।